তারিখ ... 28 MAR 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

প্রথম আলো

বিএমডিসির নিবন্ধনের দাবিতে ইউএসটিসির এমবিবিএসের শিক্ষার্থীরা গতকাল সকালে ক্যাম্পাসের সামনের সড়ক অবরোধ করে রাখেন। একই দাবিতে তাঁরা বন্ধ করে দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল হাসপাতালও। (ইনসেটে হাসপাতাল ফটক) ● ছবি : প্রথম আলো

চট্টগ্রামে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ

আবার আন্দোলনে ইউএসটিসির শিক্ষার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ●

বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের (বিএমডিসি) নিবন্ধনের দাবিতে আবারও সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন চট্টগ্রামের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইউএসটিসির এমবিবিএসের পাঁচটি ব্যাচের শিক্ষার্থীরা। একই দাবিতে গত বৃহস্পতিবার থেকে ইউএসটিসি ক্যাম্পাসের বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল হাসপাতালের কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।

গতকাল সোমবার বেলা ১১টায় শতাধিক শিক্ষার্থী ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। মিছিলটি ক্যাম্পাস থেকে বের হয়ে নগরের জাকির হোসেন সড়কে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকের সামনে সড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করতে থাকেন শিক্ষার্থীরা। এ সময় নগরের গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কের দুই দিকে অসংখ্য যানবাহন আটকা পড়ে। ১০ মিনিট এ অবস্থা চলার পর শিক্ষার্থীদের সড়ক থেকে তুলে দেয় পুলিশ।

মো. মহিউদ্দিন নামের এক শিক্ষার্থী বলেন, রাস্তা কিছুক্ষণের জন্য অবরোধ করেন তাঁরা। পরে ক্যাম্পাসে এসে বিক্ষোভ করেন।

ইউএসটিসির (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম) ক্যাম্পাসের পাশেই জাকির হোসেন সড়ক। চট্টগ্রাম নগরের এই সড়কটি ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সঙ্গে যুক্ত। ঢাকা থেকে গাড়িতে করে চট্টগ্রাম নগরে প্রবেশ করার ও বের হওয়ার পথও এটি।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন ও হাসপাতালে প্রবেশের ফটকে তালা ঝুলিয়ে দেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল হাসপাতালের পরিচালক মু. বদিউল আলম *প্রথম আলোকে* বলেন, হাসপাতাল চার দিন ধরে বন্ধ রয়েছে।

৩৫০ শয্যার এই হাসপাতালে গড়ে প্রতিদিন ১০০ রোগী ভর্তি থাকত বলে হাসপাতাল সূত্র জানায়। হাসপাতালের সেবা বন্ধের পাশাপাশি এমবিবিএস কোর্সের কোনো শিক্ষককেও ক্যাম্পাসে যেতে দিচ্ছেন না আন্দোলনকারীরা।

শিক্ষার্থীদের আন্দোলন এবং নিবন্ধনের বিষয়ে জানতে ইউএসটিসির উপাচার্য প্রভাত চন্দ্র বড়ুয়া ও রেজিস্ট্রার বদরুল আমিন ভূঁইয়ার সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু রিং হলেও তাঁরা ফোন ধরেননি।

এমবিবিএস কোর্সের প্রতি ব্যাচে ৭৫ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করার কথা থাকলেও অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করায় ইউএসটিসি। যে কারণে বিএমডিসি এসব শিক্ষার্থীকে নিবন্ধন দিতে অস্বীকৃতি জানায়। এমবিবিএস কোর্সে ভর্তির পর প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বিএমডিসির নিবন্ধন নিতে হয়। এমবিবিএস পাসের পর চিকিৎসাকে পেশা হিসেবে নিতে এই নিবন্ধন দরকার।

শিক্ষার্থীদের আন্দোলন এবং ইউএসটিসি কর্তৃপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২২ ফেব্রুয়ারি ইউএসটিসিকে ১০ কোটি টাকা জরিমানা করে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। গত বুধবার ছিল টাকা জমা দেওয়ার শেষ দিন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ টাকা জমা দেয়নি। এক টাকা জমা দিলে বিএমডিসির নিবন্ধন পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হতো বলে জানান আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, এমবিবিএস ২৫তম ব্যাচে (২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষে) ৪১০ জন, ২৬তম ব্যাচে (২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে) ৪১৪ জন, ২৭তম ব্যাচে (২০১৩-১৪) ২৮০ জন, ২৮তম ব্যাচে (২০১৪-১৫) ৮৭ জন ও ২৯তম ব্যাচে (২০১৫-১৬) ১৫৩ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করায় ইউএসটিসি কর্তৃপক্ষ। অথচ প্রতি ব্যাচে ৭৫ জন শিক্ষার্থী ভর্তির কোটা রয়েছে।